

পরিষ্কার গুরুত্ব

17-December-2020



সাপ্তাহিক সূন্নাতে ভরা ইজতিমার
সূন্নাতে ভরা বয়ান
(Bangla)

(For Islamic Brothers)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
 أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى أٰلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى أٰلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ
 نَوَيْتُ سُنَّتَ الْإِعْتِكَافِ

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাকের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাকের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাকের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়য হয়ে যাবে। ইতিকাকের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাকের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করণ অতঃপর যা ইচ্ছা করণ (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরুদ শরীফের ফযীলত

আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর বিন খাত্তাব رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বলেন:
 إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْئٌ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 অর্থাৎ নিশ্চয় দোয়া জমিন এবং আসমানের মধ্যখানে অপেক্ষমান থাকে এবং এর উপর কোন জিনিস যায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করে নিবে না।

(তিরমিযী, কিতাবুল বিতর, ২/২৮, হাদীস ৪৮৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয় ঐসকল আশিকানে রাসূল অনেক সৌভাগ্যবান, যারা উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে, ঘুমাতে জাগ্রত হয়ে, অযু অবস্থায় অযু বিহীন দরুদ শরীফই পাঠ করতে থাকে, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করার সৌভাগ্য অর্জন করার বরকতে মৃত্যুর সময় কঠোরতা সহজ হয়ে যাবে এবং কবর ও আখিরাতেের ধাপগুলোও সহজে অতিক্রম করে নিবে। **إِنْ شَاءَ اللَّهُ**

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভালো নিয়্যত করে নিই। প্রিয় নবী **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: “**نَبِيُّهُ الْمُوْمِنِ حَيُّهُ مِنْ عَمَلِهِ**” মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। (মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট: নেক ও জায়িয় কাজে যত ভালো নিয়্যত হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

★ দৃষ্টিকে নত রেখে মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো।
★ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে** দ্বীনের সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ★ **تُؤْبُوْا إِلَى اللَّهِ، أَدْكُرُ اللَّهَ، صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!** ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ★ ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং এক একজনকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাবো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দ্বীন ইসলাম যেমনিভাবে মানুষকে কুফর ও শিরকের আবর্জনা থেকে পবিত্র করে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন তেমনিভাবে জাহির ও বাতিনের পবিত্রতার উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে মানবতার মাহাত্ম্যকে সমুল্লত করেছেন, শরীরের পবিত্রতা হোক বা পোশাকের পরিচ্ছন্নতা, প্রকাশ্য আকার ও আকৃতি সুন্দর হোক বা আচার আচরণ ভাল হোক, বাড়ি ও সাজসজ্জার পরিচ্ছন্নতা হোক বা বাহন ধোয়া মোটকথা সবকিছুকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে দ্বীন ইসলামে শিক্ষা এবং উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। আসুন! পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব সম্বলিত প্রিয় নবী ﷺ এর ৩টি বাণী শুনি: (১) পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। (মুসলিম, ১৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস ২২৩) (২) নিশ্চয় ইসলাম পরিচ্ছন্ন (দ্বীন) (আর অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, আল্লাহ পাক ইসলামের ভিত্তি পরিচ্ছন্নতার উপর রেখেছেন) তবে তোমরাও পরিচ্ছন্নতা অর্জন করো, কেননা জান্নাতে সেই ব্যক্তিই প্রবেশ করবে, যার (জাহির ও বাতিন) পরিচ্ছন্ন হবে। (কানযুল উম্মাল, ৫/১২৩, হাদীস ২৫৯৯৬। জমউল জাওয়ামেয়ে, ৪/১১৫, হাদীস ১০৬২৪। ফয়যুল কদীর, ২/৪০৯, ১৯৫৪নং হাদীসের পাদটিকা) (৩) যেই পোশাক তোমরা পরিধান করো, তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখো এবং নিজের বাহনের দেখাশুনা করো আর তোমাদের প্রকাশ্য আকার ও আকৃতি এমন পরিচ্ছন্ন হোক যেনো যখন মানুষের মাঝে যাবে, তারা তোমাকে সম্মান করে। (জামেয়ে সগীর, ২২ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৫৭)

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই হাদীসে এই বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঐ সকল বিষয়, যা দ্বারা মানুষ ঘৃণা ও নিকৃষ্ট মনে করে, তা থেকে বেঁচে থাকা, বিশেষকরে পদস্থ লোক এবং ওলামায়ে কিরামকে এই সকল বিষয় থেকে বিরত থাকা উচিত।

(ফয়যুল কদীর, ১/২৪৯, ২৫৭নং হাদীসের পাদটিকা)

মনে রাখবেন! যখন শিশু এই দুনিয়ায় আসে তখন রক্ত শরীরে জড়িয়ে থাকে, তার জন্মের পর থেকেই তার সাথে পরিচ্ছন্নতার সম্পর্ক জুড়ে থাকে, অতঃপর শিশু সজ্ঞান হওয়া পর্যন্ত তার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং তাকে পরিশীলিত করে তোলার দায়িত্ব তার পিতামাতা ও অভিভাবকরা আদায় করে থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তার উপর ইসলামের এমন অনেক বিধানাবলী (যেমন; নামায) বাধ্যতামূলক হয়ে থাকে, যার কারণে তাকে নিজের শরীর এবং পোশাক পবিত্র ও পরিষ্কার রাখা জরুরী, অনুরূপভাবে ইত্তিকালের পরও শরীয়াতে গোসল দিয়ে দাফন করার বিধান রয়েছে। ইসলামে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার এতই গুরুত্ব থাকার পরও আমাদের সমাজের একটি অংশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে অলসতার শিকার হয়ে আছে। যাদের পোশাক, বিছানা, জুতা, মোজা, সেভেল, রুমাল, পাগড়ী, চাদর, চিরুনী, বাহন মোটকথা ঐসকল জিনিস যা তার ব্যবহারে থাকে, তা যেনো চিৎকার করে করে বলছে যে, আমাকে পরিষ্কার করো। যাইহোক যদি মানুষ নিজের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং তার আশেপাশের পরিবেশও পরিচ্ছন্ন হয় তবে তা তার শরীর এবং তার মানসিকতা সুস্থ হওয়ার জন্য অনেক বড় সাহায্যকারী হতে পারে, যখন শরীর এবং মানসিকতা সুস্থ ও সঠিক হয় তবে মানুষ দীন ও দুনিয়ার অসংখ্য কাজ উত্তমভাবে করতে পারে। যখন সে ইবাদত করবে তখন তাতেও তার সে স্বাদ পাবে এবং বিনয় ও একাগ্রতা অর্জন হবে, এভাবেই যখন মানুষে জাহির পরিষ্কার হয়ে থাকে তবে এর প্রভাব তার বাতিনেও পরে থাকে, কেননা তাদের উভয়ের মাঝে পরস্পর সম্পর্ক হয়ে থাকে, তাছাড়া মানুষ চিন্তা করুন যে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি তার কিরূপ পছন্দ হয়ে থাকে, এরূপ ব্যক্তির সাথে থাকা, তার নৈকট্য বসা কিরূপ ভাল

লাগে, অতঃপর স্বভাবেরও মিল হয়ে থাকে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মানুষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মানুষের সাথে বসে, যেমনটি উদাহরণ বর্ণনা করা হয় যে, **الْجَسُ يَمِيلُ إِلَى جَنْبِهِ** অর্থাৎ প্রত্যেক জাতী তার জাতীর প্রতিই ধাবিত হয়ে থাকে।

কাক এবং কবুতরের বন্ধুত্ব

একবার কাক এবং কবুতরের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে গেলো, এক ব্যক্তি যখন তা দেখলো তখন ভাবলো যে, কবুতর এবং কাকের মাঝে কিসের মিল! তারা উভয়ে তো আলাদা আলাদা, কবুতর এবং কাকের মাঝে বন্ধুত্ব হলো কিভাবে? অতএব সে অনেক চিন্তা ভাবনা করে জানতে পারলো যে, কবুতরও ল্যাঙড়া ছিলো, কাকও ল্যাঙড়া ছিলো, তাদেরকে তাদের একই গুণ বন্ধু বানিয়ে দিলো।

জালিনুস এবং পাগলের ঘটনা

একবার জালিনুস (খ্রীসের প্রসিদ্ধ ডাক্তার) কোথাও যাচ্ছিলো, একটি পাগল লোক তার নিকটে আসলো এবং তার সাথে বসে কথা বলতে লাগলো। জালিনুস গেলো এবং তার খাদিমকে বলতে লাগলো যে, অমুক ঔষধটি নিয়ে এসো, আমি তা খাবো। খাদিম আরম্ভ করলো: এটা আপনার খাওয়ার জন্য নয়। জালিনুস বলতে লাগলো: আমি তো এই ঔষধই খাবো। খাদিম বললো: এই ঔষধ আপনি খেতে পারবেন না, এটি পাগলের জন্য। জালিনুস বললো: যদি আমি পাগল না হই তবে ঐ পাগলটি আমার নিকট এলো কেন? নিঃসন্দেহে আমার মাঝে এমন কোন বিষয় রয়েছে, তাই তো সে আমার নিকট এসেছে!

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

হে আশিকানে রাসূল! এই ঘটনাটি বুঝানোর জন্য ছিলো যে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সুগন্ধযুক্ত, পাক পবিত্রতা যদি আমাদের স্বভাবের অংশ হয়, তবে আমাদের নৈকট্যও এরূপ লোক আসবে। অতএব যখনই খাবার খাওয়া হয় তখন মনে করে ভাল ভাল নিয়্যতের পাশাপাশি খাবারের অয়ুর অবশ্যই করে নেয়া উচিত, ☆ খাবারের অয়ু দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ভালভাবে হাত ও মুখের অগ্রভাগ ধৌতকরা, ☆ কুলিও করে নিন, এই কারণেই যে, আমরা প্রতিদিন এই হাত দ্বারা অসংখ্য কাজ করে থাকি, যার কারণে ময়লা আবর্জনা, অসংখ্য জীবাণু (Germs) আমাদের হাতে লেগে যায়। **الْحَمْدُ لِلَّهِ** খাবারের অয়ু করার বরকতে শুধু আমাদের হাত মুখ ইত্যাদি পরিষ্কার হয়ে যায় না বরং আমাদের অসংখ্য রোগ বালাই এবং জীবাণু থেকেও নিরাপত্তা (Protection) অর্জিত হয়ে যায়।

হাদীসে মুবারকায় এর প্রতি উৎসাহও প্রদান করা হয়েছে। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে প্রিয় নবী **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর দশটি বাণী শ্রবণ করি।

খাবারের পূর্বে এবং পরে অয়ু করার ফযীলত

(১) ইরশাদ হচ্ছে: খাওয়ার পূর্বে এবং পরে অয়ু করা অভাব দূর করে এবং এটি আশিয়াদের **عَلَيْهِمُ السَّلَام** সুনাত। (মু'জামু আওসাত, ৫/২৩১, হাদীস ৭১৬৬)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি এটা পছন্দ করে যে, আল্লাহ পাক তার ঘরে কল্যাণ অধিকহারে করুক, তবে যখন খাবার উপস্থিত করা হবে, অয়ু করো এবং যখন উঠিয়ে নেয়া হবে তখনও অয়ু করো।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আতইম্মা, ৯/৪, হাদীস ৩২৬১০)

(৩) ইরশাদ হচ্ছে: খাওয়ার পূর্বে অয়ু করা একটি নেকী এবং খাওয়ার পর অয়ু করা দু'টি নেকী। (জামেয়ে সগীর, ৫৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ৯৬৮২)

(৪) ইরশাদ হচ্ছে: খাওয়ার পূর্বে এবং পরে অযু (অর্থাৎ হাত এবং মুখের অগ্রভাগ ধৌত করা) রিযিকে প্রশস্ততা আনে এবং শয়তানকে দূর করে দেয়। (কানযুল উম্মাল, ১ম অধ্যায়, ৮ম অংশ, ১৫/১০৬, হাদীস ৪০৭৫৫)

(৫) ইরশাদ হচ্ছে: খাবারে বরকতের মাধ্যম হলো এর (অর্থাৎ খাওয়ার) পূর্বে এবং এর (অর্থাৎ খাওয়ার) পর অযু করা (অর্থাৎ উভয় হাত কজি পর্যন্ত ধৌত করা)। (তিরমিযী, কিতাবুল আভইম্মা, ৩/৩৩৪, হাদীস ১৮৫৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে করীমাগুলোর সারাংশ হলো যে, খাওয়ার অযু অভাব দুল করে, আশ্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام সুন্নাত, ঘরে কল্যাণ বৃদ্ধি পায়, এর বরকতে খাবারের পূর্বে একটি এবং খাওয়ার পর দু'টি নেকী অর্জিত হয়, শয়তানকে দূর করে এবং খাবার বরকতের মাধ্যম হয়।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে এই বিষয়টি মনে গেঁথে নিন যে, খাওয়ার অযু দ্বারা উদ্দেশ্য নামাযের অযু নয় বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উভয় হাত কজি পর্যন্ত, মুখের অগ্রভাগ ধৌত করা এবং কুলি করা।

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর একটি লেখনির সারাংশ হলো যে, তাওরাতে খাওয়ার পূর্বে এবং পরে হাত ধৌত করা ও কুলি করার বিধান ছিলো, কিন্তু জাতীর অবাধ্যরা পরিবর্তন করে পূর্বেটি মুছে দিয়েছে এবং খাওয়ার পরের হাত ধৌত করাকে রেখেছে। খাওয়ার পূর্বে হাত মুখ ধৌত করার বিধান এই জন্যই যে, হাত মুখ কাজে কর্মে ব্যস্ততার কারণে ময়লা হয়ে যায়। খাওয়ার পর হাত মুখ

ধৌত করার বিধান এই জন্যই যে, খাওয়ার কারণে হাত মুখে চর্বি লেগে যায়। খাবার খেয়ে কুলি করা ব্যক্তি দাঁতের রোগ থেকে নিরাপদ থাকে। অনুরূপভাবে অযুতে মিসওয়াক করার অভ্যস্তরাও দাঁত এবং পাকস্থলির রোগ থেকে বেঁচে থাকে। (মিরাতুল মানাজ্জিহ, ৬/৩২)

খাওয়ার পূর্বে এবং পরে হাত মুখ ধৌত করার অনেক চিকিৎসা উপকারীতাও (Medical Benefits) রয়েছে। অতএব বিশেষজ্ঞদের মতে, পেটের জীবাণু বেশিরভাগ পানাহারের মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে থাকে, হাত মুখ না ধোয়ার কারণে চর্ম রোগ (Skin Diseases), পেটের রোগ এবং অন্যান্য রোগবালাই হতে পারে। অনেক সময় অন্যান্য রোগীর থুথু, হাঁচি এবং কাশির কারণেও রোগীর জীবাণু আমাদের হাতে লেগে যায়, খাওয়ার পূর্বে ভালভাবে হাত মুখ ধোয়ার ফলে বেঁচে থাকা যায়। অনুরূপভাবে খাওয়ার পর মুখ ধৌত না করলে খাবার লেগে থাকা স্থানে জীবাণু সৃষ্টি হয় এবং তা বৃদ্ধি পেতে থাকে, এভাবে রোগ বালাই ছড়িয়ে পরতে পারে। সুতরাং নিরাপত্তা এতেই যে, খাওয়ার পূর্বে এবং পরে হাত মুখ ধৌত করার অভ্যাস গড়া। তবে হ্যাঁ সাওয়াব এতে তখনই পাওয়া যাবে যখন সূনাতের উপর আমল করার নিয়্যতও হবে। আল্লাহ পাক আমল করার তৌফিক দান করুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা হলো উত্তম স্বভাব। ধনী হোক বা গরীব, সুস্থ্য হোক বা অসুস্থ সর্বাবস্থায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাই মানুষের সম্মান ও মাহাত্ম্যের রক্ষক। দ্বীন ইসলাম যেমনভাবে মানুষকে কুফর ও শিরকের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করে সম্মান ও মহত্ব দান

করেছে, তেমনিভাবে প্রকাশ্য পবিত্রতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উন্নত শিক্ষার মাধ্যমে মানবতার মাহাত্ম্যও সম্মুন্নত করেছে, শরীরের পবিত্রতা হোক বা পোশাকের পরিচ্ছন্নতা, প্রকাশ্য আকার ও আকৃতি উন্নত হোক বা আচার আচরণ ভাল, বাড়ি এবং সাজসজ্জা সুন্দর হোক বা বাহন ধুয়ে মুছে রাখা, মোটকথা প্রতিটি জিনিস পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে দ্বীন ইসলামে শিক্ষা এবং উৎসাহ দেয়া হয়েছে, স্বয়ং আমাদের আক্বা, মক্কী মাদানী মুত্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় নিজেই নিজের উদাহরণ। অসংখ্য কিতাবে এই বিষয়টি পাওয়া যায় যে, তাঁর মুবারক শরীর থেকে সুগন্ধ আসতো এবং মুবারক ঘাম সুগন্ধময় হতো।

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব “সীরাতে রাসূলে আরবী” এর ২৮১ এবং ২৮২ পৃষ্ঠায় রয়েছে: তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁর মুবারক দাড়ি আঁচরাতেন, আয়না দেখতেন, ঘুমানের পূর্বে চোখে সুরমা লাগতেন। গোঁফ মুবারক কাটতেন, চুল মুবারকও কাটাতেন, যদি চুল মুবারক ছড়িয়ে যেতো তবে তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তা দুই ভাগ করে মধ্যখানে সিঁথি করতেন, তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ অযথা সিঁথি করতেন না, তাঁর মুবারক শরীরের পরিচ্ছন্নতাই তো ছিলো যে, কখনোই শরীর মুবারক এবং কাপড় মুবারকে মাছি বসতো না। (আশ শিফা, ১/৩৪৮) উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন: আমার নিকট প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাশরীফ নিয়ে আসেন এবং ইরশাদ করেন: হে আয়েশা! এই দু’টি চাদর ধুয়ে নাও! আমি আরয় করলাম: ইয়া রাসূলান্নাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! কালই তো আমি ধুয়েছি। ইরশাদ করলেন: তুমি কি জানোনা যে, কাপড়ও তাসবীহ (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের পবিত্রতা) পাঠ করে এবং যখন ময়লা হয়ে যায় তখন তার তাসবীহ পাঠ করা থেমে যায়। (তারিখে বাগদাদ, ৯/২৪৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মুবারক জীবনের এই শিক্ষাটি আমাদেরকে দাওয়াতে ইসলামী দিচ্ছে যে, আমরাও যেনো পরিকার পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখি, কোরআনে পাকেও পরিকার পরিচ্ছন্ন থাকার উৎসাহ বিদ্যমান। যেমনটি আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

পরিচ্ছন্ন লোক আল্লাহ পাক পছন্দ করেন

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ

الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ২২২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন অধিক তাওবাকারীদের এবং পছন্দ করেন পবিত্রতা অবলম্বনকারীদে।

আর হাদীসে মুবারাকায়ও বিভিন্ন স্থানে পরিকার পরিচ্ছন্নতার গুরুত্বকে তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামে পবিত্রতার মর্ম খুবই ব্যাপক, মানুষের জীবনে পবিত্রতার প্রয়োজনীয়তা তার জন্ম থেকে শুরু করে তার মৃত্যু পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে, অতএব পবিত্রতার সাথে সম্পৃক্ততা জীবনের উৎকর্ষতা, আর পবিত্রতার সাথে সম্পর্কহীনতা জীবনের অবক্ষয়। নিয়মিত পবিত্রতা হলো সুসাস্ত্য আর পবিত্রতায় অলসতা হলো অসুস্থতা, এই কারণেই প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দৃষ্টিতে পবিত্রতা ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, তাই রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ পবিত্রতাকে ঈমানের অর্ধেক বলে ঘোষণা করেছেন। আসুন! পরিকার পরিচ্ছন্নতা প্রসঙ্গে ৭টি হাদীসে মুবারাকারা শুনি।

হাদীস শরীফে পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব

(১) ইরশাদ হচ্ছে: اَلطُّهُورُ زُخْرُ الْاِيْمَانِ পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধেক।

(মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে কুফিয়ান, ৬/৩৫৮, হাদীস ১৮৩১৫)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: নিশ্চয় ইসলাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন (দ্বীন), তো তোমরাও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অর্জন করো, কেননা জান্নাতে পরিচ্ছন্নরাই প্রবেশ করবে। (কানযুল উম্মাল, কিতাবুত তাহারাতি, ৯ম অংশ, ৫/১২৩, হাদীস ২৫৯৯৬)

(৩) ইরশাদ হচ্ছে: যা কিছু তোমরা পাও, তা দ্বারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অর্জন করো, আল্লাহ পাক ইসলামের ভিত্তি পরিচ্ছন্নতার উপর রেখেছেন এবং জান্নাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নরাই প্রবেশ করবে।

(জমউল জাওয়ামেয়ে, ৪/১১৫, হাদীস ১০৬২৪)

(৪) ইরশাদ হচ্ছে: যেই পোশাক তোমরা পরিধান করো, তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখো এবং নিজের বাহনের দেখাশুনা করো আর তোমাদের প্রকাশ্য আকার ও আকৃতি এমন পরিচ্ছন্ন হোক যেনো যখন মানুষের মাঝে যাবে, তারা তোমাকে সম্মান করে।

(জামেয়ে সগীর, ২২ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৫৭)

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই হাদীসে এই বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঐ সকল বিষয়, যা দ্বারা মানুষ ঘৃণা ও নিকৃষ্ট মনে করে, তা থেকে বেঁচে থাকা, বিশেষকরে পদস্থ লোক এবং ওলামায়ে কিরামকে এই সকল বিষয় থেকে বিরত থাকা উচিত।

(ফয়যুল কদীর, ১/২৪৯, ২৫৭নং হাদীসের পাদটিকা)

(৫) ইরশাদ হচ্ছে: প্রত্যেক মুসলমানের উপর আবশ্যিক যে, প্রতি সাতদিনে একদিন গোসল করা, যাতে মাথা ও শরীর ধৌত করবে।

(বুখারী, কিতাবুল জুমা, ১/৩১০, হাদীস ৮৯৭)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এখানে একদিন দ্বারা জুমার দিনকে বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো যে, সপ্তাহে জুমার দিন গোসল করে নেয়া উচিত, যাতে শরীরও পরিষ্কার

হয়ে যায় এবং কাপড়ও আর জুমার ভিড়ে মুসলমানের যেনো কষ্ট না হয়, যেহেতু মাথার ময়লায় উকুন বৃদ্ধি পায়, তাই বিশেষ করে তা উল্লেখ করা হয়েছে, অন্যথায় শরীরের সাথে মাথাও অন্তর্ভুক্ত। গোসলে কুলি এবং নাকে পানি দেয়া ও সারা শরীর ধৌত করা আমাদের জন্য ফরয।

(মিরাতুল মানাজ্জিহ, ১/৩৪৫, ৩৪৬)

(৬) হযরত জাবির رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমাদের এখানে তাশরীফ আনেন, এক ব্যক্তিকে ময়লা মাথা দেখলেন, যার চুল ছড়ানো ছিলো, ইরশাদ করলেন: “সে কি এমন কোন কিছু পায় না, যা দ্বারা চুলকে ঠিক করে নিতে পারে!” আর অপর ব্যক্তিকে ময়লা কাপড় পরিধান করা দেখে ইরশাদ করলেন: “সে কি এমন কিছু পায় না, যা দ্বারা কাপড় ধুবে।” (আবু দাউদ, কিতাবুল লিবাস, ৪/৭২, হাদীস ৪০৬২)

(৭) হযরত আতা বিন ইয়াসার رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: প্রিয় নবী, রাসূলে আবরী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। এক ব্যক্তি আসলো যার মাথা দাড়ির চুল ছড়ানো ছিলো, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তার দিকে ইশারা করলেন, যেনো চুল ঠিক করার আদেশ দিলেন। সেই ব্যক্তি ঠিক করে ফিরে এলো, তখন নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “এটা কি এর চেয়ে উত্তম নয় যে, কোন ব্যক্তি চুলকে এমনভাবে ছড়িয়ে রাখবে যেনো সে শয়তান। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক, কিতাবুল শেয়র, ২/৪৩৫, হাদীস ১৮১৯)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে মুবারাকা থেকে জানা গেলো! পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধেক। ইসলাম পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। পরিধারন করা পোষাক,

বাহন এবং প্রকাশ আকার আকৃতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। কাপড় এবং মাথার চুলও পরিষ্কার এবং ঠিক রাখা উচিত। কেননা পরিচ্ছন্নতা আল্লাহ পাক এবং রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পছন্দ, মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে, ইসলামের ভিত্তি পরিচ্ছন্নতার উপরই রাখা হয়েছে, মানুষকে সম্মান দেয় এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করা ব্যক্তিকে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বুঝিয়েছেন, অতএব প্রত্যেক মুসলমানের উচিত যে, তারা নিজের শরীর এবং পোশাক ইত্যাদিকে নাপাকি থেকে পবিত্র রাখার পাশাপাশি ময়লা আবর্জনা ইত্যাদি থেকেও পরিষ্কার রাখা। নিজের মাথা এবং দাড়ির চুলে সুগন্ধি তেল লাগানো। নখও বেশি বড় না রাখা, কেননা এতে ময়লা আটকে যায়, অতঃপর তা খাবারের মাধ্যমে পেটে চলে যায়, যার কারণে বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাই সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বগলের চুল পরিষ্কার করা, নাভীর নিচের চুল মুন্ডন করা, নখ কাটা ইত্যাদি তো এমন কাজ যা প্রত্যেক শরীয়তেই আদেশ ছিলো এবং পূর্ববর্তি নবীদের সূনাতের অন্তর্ভুক্ত।

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: ১০টি জিনিস প্রকৃতিগত (অর্থাৎ এর বিধান প্রত্যেক শরীয়তে ছিলো) গোঁফ ছোট করা, দাড়ি বৃদ্ধি করা, মিসওয়াক করা, নাকে পানি দেয়া, নখ কাটা, আঙ্গুলের জোড়া ধৌত করা, বগলের চুল পরিষ্কার করা, নাভীর নিচের চুল মুন্ডন করা, ইস্তিজ্জা করা এবং কুলি করা। (মুসলিম, কিতাবুত তাহরাত, ১২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬০৪)

আসুন! এব্যাপারে সৈয়্যিদী আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যে কয়েকটি পয়েন্ট বর্ণনা করেছেন, তা শ্রবন করি: ৪০ দিনের বেশি নখ বা বগল অথবা নাভীর নিজের চুল রাখার অনুমতি নেই, চল্লিশ দিনের পর থেকে গুনাহগার হবে, দু'এক বার করলে সগীরা গুনাহ হবে, অভ্যাস হয়ে গেলে

কবীরা হয়ে যাবে, ফাসিক হয়ে যাবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২/৬৭৮) অপর এক জায়গায় বলেন: গোঁফ এত বৃদ্ধি পাওয়া যে, মুখের মধ্যে এসে যায় তবে তা হারাম, গুনাহ এবং অমুসলিমের পদ্ধতি। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২/৬৮৪)

অতএব সম্ভব হয়ে তবে প্রতি শুক্রবার এই কাজ করে নেয়া উচিত, কেননা একটি হাদীসে মুবারাকায় রয়েছে যে, নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ শুক্রবার নামাযের জন্য যাওয়ার পূর্বে গোঁফ ছোট করাতেন এবং নখ কাটতেন। (শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিত তাহারাভ, ৩/২৪, হাদীস ২৭৬৩) ★ দাঁত দ্বারা কাটা উচিত নয়, কেননা তা মাকরুহ এবং এতে ধবল রোগ (অর্থাৎ এমন রোগ, যাতে শরীরে সাদা সাদা চিহ্ন হয়ে যায়) সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। (দুররে মুহতার ও রদুল মুখতার, ৯/৬৬৮) ★ লম্বা নখ শয়তানের আসন হয়ে থাকে। অর্থাৎ এতে শয়তান বসে। (কিমিয়ায়ে সাআদাত, ১/১৬৮) ★ নখ অথবা চুল ইত্যাদি কাটার পর দাফন করে দেয়া উচিত। (দুররে মুহতার ও রদুল মুখতার, ৯/৬৬৮) ★ নখ কেটে নেয়ার পর আঙ্গুলের অগ্রভাগ ধুয়ে নেয়া উচিত। ★ বগলের চুল উপড়ানো সুন্নাত এবং মুড়ানোও গুনাহ নয়। (দুররে মুহতার ও রদুল মুখতার, ৯/৬৭১) ★ নাকে লোম উপড়াবে না, কেনন এতে আঁকেলা রোগ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। (ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুল কারাহিয়াত, ৫/৩৫৮) (আঁকেলা পার্শ্বদেশের ফোঁড়াকে বলা হয়, যার কারণে মাংসা ও চামড়া পড়ে যায় এবং মাংস ঝরতে থাকে।)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে পাগড়ী পরিধান করা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর খুবই প্রিয় একটি সুন্নাত এবং এর বরকতে ইবাদতের সাওয়াব অনেক গুণ বেড়ে যায়। মনে রাখবেন! পাগড়ী শরীফ পরিধান

করাতে প্রভাবময় তখনই মনে হবে যখন পাগড়ী শরীফ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে, যদি অবস্থা এর বিপরীত হয় তবে ঘৃণার কারণ হতে পারে। পাগড়ীকে ময়লা হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখুন, মাঝে মাঝে ধৌত করতে থাকুন, তেল লাগানো অবস্থায় মাথায় সারবন্দ ব্যবহার করুন। মাথার সাথে লাগানো টুপি পরিধান করাতে পাগড়ী শরীফ বারবার খোলা বাঁধা করাতে মাথায় বাতাস ও লাগতে থাকবে এবং দুর্গন্ধও সৃষ্টি হবে না। আল্লাহ পাক আমাদেরকে জাহেরী ও বাতেনী পরিচ্ছন্নতা দান করুন।

أَمِينٍ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমনিভাবে আমরা আমাদের শরীর, পোষাক, ব্যবহার্য জিনিস এবং ঘরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখি, তেমনিভাবে নিজের এলাকা এবং মহল্লাকেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। বড় শহরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আবাসিক এলাকায় একটি স্থান নির্ধারণ করা থাকে, যেখানে আশেপাশের লোকেরা তাদের ঘরের ময়লা আবর্জনা সেখানে ফেলে থাকে, অতঃপর সেখান থেকে প্রশাসনের গাড়ি এসে এই ময়লা নিয়ে যায়, কিন্তু অনেকে রাস্তার মাঝে বা কারো ঘরের সামনে ময়লা ফেলতে শুরু করে দেয়, একের পর এক তাদের ঘরের ময়লা সেখানে ফেলতে থাকে, অবশেষে সেই জায়গাটি জনসাধারণের নিকট ডাস্টবিন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে, কিন্তু যার ঘরের সামনে এই কাজ করা হয়, তারা কিরূপ কষ্টে দিন পার করছে, তা তো তারাই বলতে পারবে, যাদের উপর এটা ঘটছে। আসুন! এ ব্যাপারে অন্তর কাঁপানো একটি ঘটনা শুনি এবং শিক্ষা অর্জন করি।

মর্মান্তিক দূর্ঘটনা

একবার মুর্শিদেদ শহরের কাড্ডা মার্কেট এলাকায় রাতের বেলা ময়লার স্তুপে লেগে যাওয়া আগুনের ধোঁয়া একটি আবাসিক বিল্ডিংয়ের নিচতলাকে ছেয়ে নিলো, যার ফলে দম বন্ধ হয়ে ৭ বছরের আমেনা, ৩ বছরের আয়ান এবং ১ বছরের আব্দুল আযীয জীবন বাজিতে হেরে গিয়ে মৃত্যুবরণ করলো, আর শিশুদের মাকে আশংকাজনক অবস্থায় I.C.U তে ভর্তি করানো হলো। আল্লাহ পাক তাঁর আত্মীয় স্বজনদের মহান ধৈর্য এবং এতে মহান সাওয়াব দান করুন। (আমিন) ডাস্টবিনে কেউ ইচ্ছাকৃত আগুন লাগিয়েছে নাকি ভুলে আগুন লেগে গেছে জানা যায়নি, তবে একটি পরিবারের উপর বেদনার পাহাড় ভেঙ্গে পরলো। তিনটি ছোট্ট হাশিখুশি কলি বারে গেলো এবং হাশিখুশি ঘর হতাশায় ভরে গেলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যেই পোশাক তোমরা পরিধান করো, তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখো এবং নিজের বাহনের দেখাশুনা করো আর তোমাদের প্রকাশ্য আকার আকৃতি এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখো যে, যখন তুমি মানুষের মাঝে যাবে তখন তারা যেনো তোমায় সম্মান করে। (জামেয়ে সগীর, ২২ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৫৭) মনে রাখবেন! নিজের দায়িত্বকে পূরন না করা ব্যক্তি অপরাধী হয়ে থাকে, কিন্তু একরূপ দূর্ঘটনা এড়ানোর জন্য আমাদেরও নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে যে, আমরা শুধু নিজেকে নয় বরং আমাদের ঘর, দোকান, মহল্লা এবং এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করতে হবে, নিজের ঘর পরিষ্কার রাখার

জন্য গলিতে ময়লা ছড়াবেন না, গলিকে পরিষ্কার রাখার জন্য চৌরাস্তাকে ডাস্টবিন বানাবেন না, প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি এই বিষয়ে একমত হবে, তবে কোন কারণে আমরা প্রতিদিন ময়লার স্তূপ বৃদ্ধি করে যাচ্ছি, কেউ বাঁধা দিচ্ছে না ঠিক আছে, আমরা নিজেরা তো থেমে যাই এবং ময়লা সেখানে ফেলুন যেখানে প্রশাসন থেকে স্থান নির্ধারিত করে দিয়েছে, এই ফরিয়াদটি কি এর উপযুক্ত নয় যে, এ ব্যাপারে ভাবা যাবে, একটু ভাবুন!

(মাসিক ফয়যানে মদীনা, ফেব্রুয়ারী ২০১৭ইং)

নেক আমল নম্বর ৪৩ এর উৎসাহ

হে আশিকানে রাসূল! আসুন! দেৱী করবেন না! আজ নয় বরং এখন থেকেই আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভ্যাসে স্থায়ীত্ব পেতে আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর প্রদত্ত “৭২টি নেক আমল” নামক পুস্তিকাটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে সংগ্রহ করে নিন। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** ৭২টি নেক আমলে পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গড়তে একটি নেক আমল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমনটি

নেক আমল নম্বর ৪৩: আপনি কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় অভ্যস্ত এবং রীতিনীতির অনুসারী? (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা: অর্থাৎ শরীর ও পোষাক, ঘর ও যেখানে কাজ করেন সেই জায়গা এবং সেখানকার আসবাব পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি। রীতিনীতির অনুসরণ: সময়ের নিয়মানুবর্তিতা, ঘর এবং নিজের বা অন্য কারো গাড়িতে বসার সময় বিনা কারণে জোড়ে দরজা বন্ধ করা, নিজের ঘর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস বা কারো থেকে যে জিনিস অনুমতি হওয়া অবস্থায় এনেছিলো অতঃপর সেই জায়গায় রেখে দেয়া।)

আল্লাহ পাক আমাদেরকে প্রতিদিন নিজের নেক আমলকে যাচাই বাচাই করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার তৌফিক নসীব করুন।

أَمِينِ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

অন্তরের সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা প্রকাশ্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে গুনছিলাম। মনে রাখবেন! প্রকাশ্য শরীর ও পোশাকের পরিচ্ছন্নতা তো আছেই, কিন্তু অন্তরের সংশোধন ও পবিত্রতাও খুবই প্রয়োজন।

রাসূলে পাক صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: মনে রাখো! শরীরে এক খন্ড মাংসের টুকরো রয়েছে, যখন তা পরিপাটি হয়ে যায় তখন পুরো শরীর পরিপাটি হয়ে যায় আর যদি তা বিকৃত হয়ে যায় তবে পুরো শরীরই বিকৃত হয়ে যায়, সাবধান! তা হলো অন্তর। (বুখারী, কিতাবুল ঈমান, ১/৩৩, হাদীস ৫২)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ উক্ত হাদীস শরীফের টীকায় লিখেন: অর্থাৎ অন্তর হলো রাজা আর শরীর হলো তার প্রজা। রাজার সংশোধন হয়ে গেলে যেমন সমস্ত রাজ্যই সংশোধন হয়ে যায়, তেমনিভাবে অন্তর পরিশুদ্ধ হয়ে গেলে সমস্ত শরীর ঠিক হয়ে যায়, অন্তর কোন কিছুর ইচ্ছা পোষণ করে আর শরীর তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করে, তাই সূফীয়ায়ে কিরামগণ (رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ) অন্তরের পরিশুদ্ধির প্রতি সমধিক জোর দিয়ে থাকেন। (মিরআতুল মানাজীহ, ৪/২৩১)

ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ লিখেন: জাহেরী আমলের সাথে বাতেনী বৈশিষ্ট্যাবলীর একটি বিশেষ সম্পর্ক অবশ্যই রয়েছে। যদি বাতিন খারাপ হয়ে থাকে, তবে জাহেরী আমলগুলোও খারাপই হবে, বাতিন যদি

হিংসা, রিয়া এবং অহংকার ইত্যাদি দোষ-ত্রুটি হতে পবিত্র হয়ে থাকে, তবে জাহেরী আমলও পরিশুদ্ধ হয়ে থাকে। (মিনহাজুল আবেদীন, ১ম অধ্যায়, ১৩ পৃষ্ঠা) বাতেনী গুনাহের সম্পর্ক সাধারণত অন্তরের সাথেই হয়ে থাকে। সুতরাং অন্তরের সংশোধন খুবই প্রয়োজন। ইমাম মুহাম্মদ গায়ালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অপর এক জায়গায় বলেন: যার নিরাপত্তা ও নজরদারী খুবই প্রয়োজন, তার হলো অন্তর, কেননা এটিই পুরো শরীরের মূল। এই কারণেই, যদি তোমার অন্তর খারাপ হয়ে যায় তবে সমস্ত শরীর খারাপ হয়ে যাবে এবং যদি তুমি তা সংশোধন করে নাও তবে অবশিষ্ট সকল অঙ্গের সংশোধন স্বয়ংক্রিয় ভাবে হয়ে যাবে। কেননা অন্তর হলো গাছের কাণ্ডের মতো এবং অবশিষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ডালের মতো আর ডালের ঠিক হওয়া না হওয়া কাণ্ডের উপর নির্ভর করে। তো যদি তোমার চোখ, জিহ্বা, পেট ইত্যাদি ঠিক থাকে তবে এর কারণ হলো তোমার অন্তর ঠিক আছে আর যদি তা তোমাকে গুনাহের প্রতি উদ্ভুদ্ধ করে তবে মনে করো যে, তোমার অন্তর খারাপ হয়ে গেছে। অতঃপর তোমার বিশ্বাস করে নেয়া উচিত যে, অন্তর খারাপ হওয়া খুবই কঠিন একটি বিষয়। তাই অন্তরের পরিশুদ্ধির দিকে মনযোড় দিন, যাতে সকল অঙ্গের সংশোধন হয়ে যায় এবং তুমি রুহানী প্রশান্তি অনুভব করতে পারো। তবে অন্তরের সংশোধন খুবই কঠিন এবং দুস্কর (Difficult), কেননা এর মন্দগুলো বিপদজনক ও কুমন্ত্রণা সম্বলিত, যা সৃষ্টি হওয়া বান্দার আয়ত্বে নেই। তাই এর সংশোধনে সম্পূর্ণ সতর্কতা, জাগরণ এবং অনেক বেশি সংগ্রামের প্রয়োজন।

(মিনহাজুল আবেদীন, ২য় অধ্যায়, ৯৮ পৃষ্ঠা)

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ বলেন: গুনাহের কারণে অন্তরও ময়লা হয়ে যায়, কোরআনের তিলাওয়াত করা, মৃত্যুকে স্মরণ

করা, আল্লাহ পাকের ভয় এবং ইশকে মুস্তফায় কান্না করাতে অন্তর পরিষ্কার হয়। (মাদানী মুযাকারা, ২০ রমযানুল মুবারক ১৪৩৭হিঃ/ ২৬ জুন ২০২৬ইং)

আমীরে আহলে সুনাতের এ্যপস (Application) এর পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেককার লোকের সহচর্যে থাকা এবং নেকীর কথা শুনাতেও অন্তর পরিষ্কার হয়ে থাকে এবং রুহানিয়্যত সৃষ্টি হয়। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** আমীরে আহলে সুনাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এই যুগে পূর্ববর্তী স্মরণীয় বুয়ুর্গদের মতোই একজন ব্যক্তিত্ব। যেহেতু তিনি নিজেই খোদাভীতি সম্পন্ন এবং শরীয়তের উপর আমলকারী ব্যক্তিত্ব, অতএব তাঁর বাণী সমগ্র এবং আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অসংখ্য অন্তরে খোদাভীতির প্রদীপ জ্বলে উঠেছে। তাঁর বাণী সমগ্র দ্বারা সারা দুনিয়ার আশিকানে রাসূল বরকত অর্জন করছে। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** দা'ওয়াতে ইসলামীর বিভাগ “আইটি ডিপার্টমেন্ট (I.T Department)” আমীরে আহলে সুনাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর মোবাইল এ্যপলিকেশন “মাওলানা ইলইয়াস কাদেরী” নামে লাউন্স করেছে। যাতে আমীরে আহলে সুনাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর পরিচিতি, তাঁর মুরীদ (বায়আত) হওয়ার সুবিধা, তাঁর ভিডিও এবং অডিও ক্লিপস (Video & Audio Clips) এবং বিভিন্ন কিতাব ও পুস্তিকা পাঠ করার সুবিধা বিদ্যমান। আজই আপনার মোবাইলে এই এ্যপটি (App) ইনস্টল করে নিন এবং আমীরে আহলে সুনাতের ফয়যান থেকে আপনিও অংশ পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করুন।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে কিছু পয়েন্ট

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা “আমীরে আহলে সুন্নাতের আলোচনা (৮ম পর্ব)” থেকে স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত কিছু পয়েন্ট শ্রবন করি। আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** বলেন: ★ সুস্থতার ব্যাপারে উদাসিনতা প্রদর্শন করবেন না, কেননা অনেক সময় সামান্য আঁচড়ও গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে অতঃপর ইনফেকশন হয়ে অবশেষে মৃত্যুর কারণ হতে পারে। দেখা গেছে যে, যেখানে ঔষধ কাজ করে না সেখানে বিরত থাকতেই আশ্চর্যজনক ফলাফল পাওয়া যায়! নতুন কাপড় যদি একবারও ধুয়ে নেয়া হয় তবে এর পূর্বের ন্যায় চাকচিক্য আর থাকেনা, থাকেনা পূর্বের মূল্যও। (মাদানী মুযাকারা, ক্যাসেট নম্বর ২৫৩) ★ চেষ্টা করে প্রতি তিন মাস অন্তর সূগার তথা ডায়াবেটিক, লিপিডপ্রোফাইল ইত্যাদির পরীক্ষা করিয়ে নিন বরং মাঝে মাঝে (শরীরের) পরিপূর্ণভাবে চেকআপ করানো উচিত। (মেরোয়া চিকিৎসা, ১৬ পৃষ্ঠা) ★ ঔষধের মাধ্যমে চিকিৎসা করে সুস্থতা লাভ করার পর মানুষের শরীরও “ধৌত করা কাপড়ের” ন্যায় হয়ে যায়। সুতরাং সম্ভব হলে ঔষধের পরিবর্তে খাবার দ্বারা চিকিৎসা করা, তাছাড়া বিরত থাকার মাধ্যমে কাজ চালানোই বৃদ্ধিমানের কাজ যে, ঔষধের সাইড এফেক্টও থাকে।

(মাদানী মুযাকারা, ক্যাসেট নম্বর ৪১)

ঘোষণা

স্বাস্থ্যবিধির অবশিষ্ট পয়েন্ট তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পাঠিত ৬টি দরুদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরুদ শরীফ:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْحَبِيبِ الْعَالِي
الْقَدْرِ الْعَظِيمِ الْجَاهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

বুয়ুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সাযিয়াদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ

হযরত সাযিয়াদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।” (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সাযিয়াদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ صَلَاةً دَائِمَةً بَدَأَ بِهَا اللَّهُ مَلِكِ اللَّهُ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুয়ুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহায্যে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আশ্চর্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন রাসূলে পাক صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।”

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরুদে শাফায়াত:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।” (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ

হযরত সায্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, প্রিয় আক্কা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “এ দোয়া পাঠকারীর জন্য

সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।”

(মাজমাউয যাওয়ানিদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ পাক ব্যতীত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ পাক পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)